জেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

বর্তমান **আর্কাইভ**

জেলা Netrokona (নেত্রকোনা)

২৭ জুলাই ২০২২

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন জেলা: নেত্রকোনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ২৭.০৭.২০২২ **বুলেটিন নং ৩৭৩**	**২৭.০৭.২০২২ থেকে ৩১.০৭.২০২২ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৩.০৭.২০২২ থেকে ২৬.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৩.০৭.২০২২	২৪.০৭.২০২২	২৫.০৭.২০২২	২৬.০৭.২০২২	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৭১.০	১০.০	৫.০	১.০	১.০-৭১.০ (৮৭.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.৮	২৮.৫	৩০.৭	৩২.২	২৮.৫-৩৪.৮
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৫	২৫.৫	২৬.২	২৬.০	২৫.৫-২৬.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৫.০-৯৭.০	৮২.০-৯৭.০	৭৫.০-৯৪.০	৭১.০-৯৬.০	৬৫.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৩	২.০	২.১	৩.০	২.০-৩.০
বাতাসের দিক	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৮	৮	৭	৭	৭.৩-৭.৬

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ২৭.০৭.২০২২ থেকে ৩১.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৭.০৭১.২০২২	২৮.০৭১.২০২২	২৯.০৭১.২০২২	৩০.০৭১.২০২২	৩১.০৭১.২০২২	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৩.৬	১৪.৬	২৬.৫	৭২.৫	১০১.৬	৩.৬-১০১.৬ (২১৮.৭)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.১	৩৩.৬	৩৩.৫	৩২.৪	৩১.৯	৩১.৯-৩৩.৬
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.২	২৫.৮	২৬.৩	২৬.৫	২৬.৬	২৫.২-২৬.৬

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৭.৬-৭৭.৮	৬৯.৩-৮৪.৬	৭৩.৭-৮৫.৬	৮৪.৭-৯১.৩	৯১.১-৯৩.৮	৬৭.৬-৯৩.৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ঘন্টা)	৫.৭	৬.৪	৯.০	১৩.৭	১৫.৪	৫.৭-১৫.৪
বাতাসের দিক	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly	South/South-westerly
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘলা	আংশিক মেঘলা	আংশিক মেঘলা	আংশিক মেঘলা	আংশিক মেঘলা	আংশিক মেঘলা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাস (কোভিড-19) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।
আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।
আউশ ধান:
কাইচ থোড় থেকে নরম দানা পর্যায়-

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন ও পরিমাণমত পানির স্তর বজায় রাখুন।
- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের পানি যেন বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন।
- রোপণের আগে চারা ধোয়ার পর শোধন করে নিন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, পটল ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- করলার ফুলের গোড়া পচে গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ এর জমি আগাছা মুক্ত করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।
- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও জাগ দেওয়া সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
  - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
  - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
  - গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
  - পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
  - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।